তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪৮

**হৃদয়ছোঁয়া সঙ্গীতে সমাপ্ত ‘এবিইউ সং ফেস্ট’**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

আট দেশের হৃদয়ছোঁয়া সঙ্গীতে সমাপ্ত হলো এবিইউ সং ফেস্ট।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এশিয়া প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন-এবিইউ সং ফেস্টিভ্যালের সমাপনী অনুষ্ঠানে এশীয়-প্রশান্ত অঞ্চলের ৮ দেশের সকল অংশগ্রহণকারীকে বাংলাদেশ এসে উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং তাদের পরিবেশনা সকলকে মুগ্ধ করেছে বলে আশা প্রকাশ করেন।

আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল বলরুমে তিন দিনব্যাপী রেডিও এশিয়া কনফারেন্স ও সং ফেস্টিভ্যালের সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সাথে মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ইরান ও তুর্কমেনিস্তানের শিল্পীরা নিজ নিজ দেশের সঙ্গীতের মূর্ছনা উপহার দেন।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক এস এম হারুন অর রশীদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে যোগ দেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্যসচিব আবদুল মালেক, প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নারায়ণ চন্দ্র শীল, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ জাকির হোসেন এবং বরেণ্য সাংস্কৃতিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিবর্গ।

#

আকরাম/ইসরাত/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২২০০ ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 4147

**evOvwj I evsjv‡`‡ki Aw¯Í‡Z¡i cÖwZ”Qwe e½eÜy**

 **--- Z\_¨ cÖwZgš¿x**

XvKv, 15 KvwZ©K (31 A‡±vei) :

 Z\_¨ cÖwZgš¿x Wv. †gvt gyiv` nvmvb e‡j‡Qb, evOvwj I evsjv‡`‡ki Aw¯Í‡Z¡i cÖwZ”Qwe e½eÜy †kL gywReyi ingvb|

 AvR kÖveY cÖKvkbxi kÖveY eBMvwo Av‡qvwRZ cwievM ms¯‹„wZ weKvk †K‡›`ª e½eÜyi Rb¥kZel© D`&hvcb Dcj‡ÿ bvRgyj Avnmvb m¤úvw`Z ÔKweZvq e½eÜy - Rb¥kZe‡l© Ave„wËi 100 KweZvÕ eB wb‡q AvÇvi GK Abyôv‡b wZwb G K\_v e‡jb|

 cÖwZgš¿x e‡jb, cvwK¯Ívwb kvmK †Mvôxi e›`y‡Ki b‡ji mvg‡b e½eÜyi 7 gv‡P©i AwMœSiv fvlY wQj c„w\_exi †kÖô fvlY, Avi †mB fvl‡Yi cÖwZwU Dw³B wQj evOvwji ¯^‡cœi ¯^vaxbZvi GK GKwU KweZv| e½eÜy 7B gvP© fvl‡Y †h KweZv iPbv K‡iwQ‡jb †mB KweZvq evOvwj RvwZi gyw³i AvnŸvb wQj, wQj ¯^vaxb evsjv‡`‡ki ¯^Ztù~Z© D`&hvcb D‡jøL K‡i wZwb e‡jb, RvwZi wcZvi †mB Agi KweZv we‡k¦i ey‡K wPišÍb n‡q \_vK‡e|

 Z\_¨ cÖwZgš¿x G mgq RvwZi wcZv‡K Av‡iv †ewk KweZvq cÖKvk K‡i fwel¨r cÖR‡¤§i Kv‡Q Zz‡j ai‡Z Kwe‡`i cÖwZ AvnŸvb Rvbvb| wZwb e‡jb, ÔAvmyb Avgiv e½eÜyi Av`‡k© bZzb evsjv‡`k MV‡b wb‡R‡`i wb‡qvwRZ Kwi| ZiæY cÖR‡b¥i g‡bvRM‡Z e½eÜyi AvwacZ¨ hZ †ewk n‡e, ZZ †ewk D¾¦j n‡e Amv¤ú«`vwqK, ÿyav I `ªvwi`ª¨gy³ e½eÜyi †mvbvi evsjv Mov|Õ

 Abyôv‡b we‡kl AwZw\_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb Ave„wËwkíx Avkivdzj Avjg I iƒcv PµeZ©x| Dc¯’vcbv K‡ib Kwe mvsevw`K KvRx bymivZ kviwgb|

#

niwejvm/gvngy`/iwdKzj/Rqbyj/2019/2130NÈv

Handout Number : 4146

Makkah crane accident in 2015

**Foreign Minister handed over cheques of compensation**

Dhaka, 31 October :

               Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen today handed over compensation cheques to the family members of victims of Makkah crane accident which took place during Hajj in 2015.

 The cheques were offered by the Saudi Monetary Agency on behalf of the Royal Saudi Government to the family of one deceased and two wounded Bangladeshi nationals. The Saudi Government offered Tk. 2.26 crore to the family of the deceased and Tk. 1.13 crore to each wounded of crane accident.

 While handing over the cheques, Foreign Minister highlighted the generous contribution of the Saudi Government and remarked that the amount will substantially benefit the families. Dr. Momen cited the existing excellent bilateral relation between Bangladesh and the Kingdom of Saudi Arabia owing to which the government of Saudi Arabia has made the contribution.

 The programme was also attended by State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam and Foreign Secretary Md. Shahidul Haque.

#

Tohidul/Mahmud/Rofiqul/Abbas/2019/2048 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪৫

**বন্দরের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা দূর করতে হবে --- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 চট্টগ্রাম, মোংলা ও অন্য স্থলবন্দরগুলোর কন্টেইনার জট হ্রাস এবং দ্রুত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা দূর করতে হবে। সরকার ব্যবসায়ী-সহ বন্দর ব্যবহারকারীদের ভাল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে। দেশের স্বার্থে তাই অধিক সেবার মনোভাব নিয়ে সংস্থাগুলোকে কাজ করতে হবে।

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে চট্টগ্রাম, মোংলা ও স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মধ্যে বিভিন্ন অনিস্পন্ন বিষয় নিস্পত্তি সংক্রান্ত বৈঠকে এসব কথা বলেন।

 বৈঠকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবদুস সামাদ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম মোজাম্মেল হক, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজ, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তপন কুমার চক্রবর্তী, বাণিজ্য মন্ত্রণায়ের যুগ্মসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য মোঃ সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

 বৈঠকে জানানো হয়, চট্টগ্রাম বন্দর হতে এনবিআর কর্তৃক বর্তমানে ৩৭টি আইটেমবাহী ফুল কন্টেইনার লোড (এফসিএল) প্রাইভেট আইসিডি (অফডক) হতে ডেলিভারি দেয়ার অনুমতি দেয়া আছে। চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার জট কমাতে বন্দর হতে এফসিএল অফডকে পাঠাতে আইটেম সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এনবিআর এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

 চট্টগ্রাম ও মোংলা-সহ যে সমস্ত স্থলবন্দর দিয়ে কন্টেইনার পরিবাহিত হয় সেসব স্থানে পর্যাপ্ত কন্টেইনার স্ক্যানার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে জানানো হয়, খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বন্দরগুলোতে গ্রিন চ্যানেল সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪৪

**কম্পিউটার বিপ্লবের জাতীয় বীর হানিফউদ্দিন মিয়া**

 **--- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ১৯৮৭ সালে কম্পিউটারে বাংলা ভাষার সূচনা সম্ভব হতো না যদি ১৯৬৪ সালে এই অঞ্চলের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার মোঃ হানিফউদ্দিন মিয়া তা শুরু না করতেন। সে দিন দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম কম্পিউটার একটি মাত্র আইভিএম ১৬২০ মডেলের কম্পিউটার থেকে হানিফ মিয়ার হাত ধরে একটি কমিউনিটির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। মন্ত্রী হানিফ উদ্দিন মিয়াকে কম্পিউটার বিপ্লবের জাতীয় বীর আখ্যায়িত করে তাঁর জীবনী পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় ডাক অধিদপ্তর মিলনায়তনে বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার মোহাম্মদ হানিফ উদ্দিন মিয়া স্মরণে বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে হানিফ উদ্দিন মিয়ার স্ত্রী ফরিদা বেগম এবং তাঁর ছেলে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শরীফ হাসান উপস্থিত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ‘এখনও অনেকে জানেন না যে, বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার কে। এমনকি যারা কম্পিউটার বিজ্ঞান পড়ে তারাও জানে না যে কার হাত ধরে ’৬৪ সালে আমরা কম্পিউটারের যুগে পা ফেলেছিলাম। মানুষটি যেমনি বিস্মৃত তেমনি ঘটনাটিও। তিনি বলেন, ’৯৭ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রথম আমাকে কম্পিউটার বিষয়ক একটি অনুষ্ঠান করার অনুমতি প্রদান করে। আমি ’৬৪ সালে বাংলাদেশে আসা প্রথম কম্পিউটার নিয়ে আমার প্রথম টিভি অনুষ্ঠানটি সাজাই হানিফউদ্দিন মিয়ার সাক্ষাৎকার দিয়ে। সেই সাক্ষাৎকারটি ছিল বাংলাদেশের কম্পিউটারের ইতিহাসে এক বড় ধরনের মাইলফলক। কারণ হানিফউদ্দিন সেদিন বলেছিলেন এ দেশে শিগগিরই কম্পিউটার আসবে।

 হানিফউদ্দিন মিয়াকে মরণোত্তর সম্মাননা জানিয়েছে আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো-২০১৫’ শীর্ষক মেলার সমাপনী আয়োজনে হানিফউদ্দিন মিয়ার স্ত্রী ও সন্তানের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেয়া হয়।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আজিজুল ইসলামের সভাপত্বিত্বে অনুষ্ঠানে ডাক বিভাগের মহাপরিচালক এসএস ভদ্র বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪৩

**লেদারটেক বাংলাদেশ-২০১৯-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী**

**চামড়া খাতে সাফল্য আসবেই**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্শি বলেছেন, বাংলাদেশের চামড়া শিল্প বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি লাভজনক খাত। বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা বিশ^বাজারে দিনদিন বাড়ছে। ২০২১ সালে চামড়া খাতে বাংলাদেশের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে সরকার আশা করছে। সঠিক গবেষণা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে চামড়াখাতে অবশ্যই সফলতা আসবে।

 বাণিজ্যমন্ত্রী আজ ঢাকায় ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় বাংলাদেশ পাদুকা প্রস্তুতকারক সমিতি আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ‘সপ্তম লেদারটেক বাংলাদেশ-২০১৯’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ সব কথা বলেন।

 এবারের মেলায় বিশে^র ২০টি দেশের তিন শতাধিক প্রতিষ্ঠান ফিনিসড লেদার, ট্যানিং লেদারের জন্য মেশিনারিজ, মেনুফ্যাকচারিং ফুটওয়্যার, চামড়াজাত পণ্যসহ এর সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি প্রদর্শন করছে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ, চীন, কোরিয়া তুরস্ক, মিশর, ভিয়েতনাম, যুক্তরাজ্য, শ্রীলংকা, ইতালি, জার্মানি, সিঙ্গাপুর, জাপান, তাইওয়ান হংকং ও পাকিস্তান ।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দিন, বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার এন্ড লেদারগুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো-২০১৯ এর আহ্বায়ক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর এবং লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার মেনুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মোঃ সাইফুল ইসলাম।

 অনুষ্ঠান শেষে বাণিজ্যমন্ত্রী বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

#

লতিফ/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪২

**সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হবে**

 **-- পরিবেশ মন্ত্রী**

মৌলভীবাজার, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখন উদ্বৃত্ত খাদ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। দেশে উৎপাদন করে লাখ লাখ টন চাল বিদেশে রপ্তানি করার সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু একটি গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি চক্রান্ত করছে। এগুলো মোকাবিলায় ছাত্রলীগকে সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, দেশের জন্য কাজ করতে হবে।

আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলা, পৌর ও বড়লেখা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 শাহাব উদ্দিন আরো বলেন, এখন ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাচ্ছে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে। রাস্তার উন্নয়ন করা হচ্ছে। পদ্মা ব্রিজের কাজ চলছে। ঢাকায় মেট্রোরেল হচ্ছে। এলিভেটেড এক্সেপ্রেস হচ্ছে। যে সকল উন্নয়ন দেশে হচ্ছে অতীতের কোনো সরকার এইসব চিন্তাও করতে পারেনি। বর্তমান সরকার দেশের অবস্থার পরিবর্তন করেছেন।

শহরের দক্ষিণবাজারে আহমদ ম্যানশনের সামনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তানিমুল ইসলাম তানিম। উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ আহমদ ও পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রেহান পারভেজ রিপনের যৌথ সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে জেলা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

#

পাশা/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪১

**সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা অবিস্মরণীয়**

 **-- সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, ’৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ’৬৬ এর ছয়দফা, ’৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান-সহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এমনকি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য অসংখ্য ছাত্রছাত্রী অকাতরে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিও প্রদান করেন রাজনীতি-সচেতন ছাত্রসমাজ। আর্তের সেবা, অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা, বন্যার্তদের ত্রাণ, শীতার্তদের বস্ত্র প্রদান, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি-সহ মানবতার কল্যাণে বরাবরই এগিয়ে আসে ছাত্রসমাজ।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে বাংলাদেশ স্টুডেন্ট কাউন্সিল এর ৮ম বর্ষপূর্তি উদ্যাপন ও ৩য় জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সকল ধরনের পঙ্কিলতা ও বদনাম থেকে বেরিয়ে এসে ছাত্রসমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তিনি বাংলাদেশ স্টুডেন্ট কাউন্সিল-সহ এ ধরনের ছাত্র সংগঠনসমূহকে এ বিষয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ স্টুডেন্ট কাউন্সিলের সভাপতি মোঃ সেলিম রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ অফিসার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ডা. আখতারুজ্জাহান পুলক, Raymotex কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন, স্কলারস্ প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হাবিবুল আলম শিমুল, ইউনাইটেড হসপিটাল লিমিটেডের পরিচালক জি এম ফারুক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায় বিষয়ক উপকমিটির সদস্য নিহাদ কায়েম এবং শহিদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের ডা. নাসরিন জামান।

#

ফয়সল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪০

**বৈদ্যুতিক পোলে ঝুলন্ত তার অপসারণ করা হবে**

 **--- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বৈদ্যুতিক পোলে ঝুলন্ত তার দ্রুত অপসারণ করা হবে। পোলে তার ঝুলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘœ ঘটাচ্ছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে ঝুঁকিতে রেখে কোয়াব বা আইএসপিএ প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে, যা সার্বিকভাবে অনভিপ্রেত।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বিদ্যুৎ ভবনে ‘ঢাকা মহানগরীর রাস্তার পাশে ঝুঁকিপূর্ণভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঝুলন্ত তার অপসারণ ও বিতরণ লাইন ভূগর্ভস্থকরণ’ শীর্ষক এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 নসরুল হামিদ বলেন, ন্যাশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন) এর আওতাধীন অপারেটরদের ভূগর্ভস্থ লাইন করে ইন্টারনেট সেবা দেয়ার কথা। কোয়াবকেও এ অবকাঠামো ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু তা না করে বিদ্যুতের পোল ব্যবহার করা হচ্ছে। ঢাকা শহরের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা ভূগর্ভস্থ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এনটিটিএন, আইএসপিএ, টেলিফোন লাইন, ডিস লাইন প্রভৃতি সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলো এক্ষেত্রে বিদ্যুতের ডাক্ট ব্যবহার করতে পারে।

 সভায় অন্যান্যের মধ্যে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এস এম জিয়াউল আলম, পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসাইন-সহ বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি, ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, জননিরাপত্তা বিভাগ ও পেট্রোবাংলার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩৯

বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে জাপানের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 **বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরæল হামিদের সাথে বাংলাদেশে জাপানের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত নাওকো ইতো (**Naoko Ito**) আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তাঁরা পারস্পারিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।**

 **প্রতিমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, মাতারবাড়ি প্রকল্পটি অন্যতম নির্দেশক প্রকল্প। এটা ঘিরে নতুন শহরতলী গড়ে উঠবে। আধুনিকায়ন কাজের বিষয়ে জাইকা সহযোগিতা করতে পারে। এ সময় তিনি শহর ও গ্রামভিত্তিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্যাস খাতের অটোমেশন, নতুন গ্যাস লাইন স্থাপনে পরিকল্পনা ও পরামর্শক নিয়োগ, সেবা খাতসমূহের সমন্বিত মহাপরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে জাইকার দ্রুত সহযোগিতা কামনা করেন।**

 **জাপানের রাষ্ট্রদূত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে জাপানের বিদ্যমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে প্রতিমন্ত্রীর সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, জাপানের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে আরো কাজ করতে আগ্রহী। রাষ্ট্রদূত আগামী দিনগুলোতে একসাথে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেন।**

 এ সময় অন্যান্যের মাঝে জাইকার প্রধান প্রতিনিধি হিতোশি হিরাতা (Hitoshi Hirata) উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০১৯/১৮৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৩৮

**প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুপেয় পানি পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার**

 **--- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, শহর ও গ্রামের প্রত্যেকের কাছে সুপেয় পানি পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার। স্থানীয় সরকারকে আরো শক্তিশালী করতে যা যা করা দরকার, তাই করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

 আজ রাজধানীর একটি হোটেলে নারায়ণগঞ্জ শহরে ঢাকা ওয়াসার কার্যক্রম নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তরের জন্য আয়োজিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে ঢাকা ওয়াসার পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও প্রকৌশলী তাকসিম এ খান এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে মেয়র ডাক্তার সেলিনা হায়াৎ আইভী সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

 ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সিটি কর্পোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

হাসান/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩৭

**বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় যুব দিবস ২০১৯ উদ্যাপিত হবে**

 **--- সংবাদ সম্মেলনে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 য্বু ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, দেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যুব সমাজের কল্যাণে বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সরকারের অঙ্গীকার রয়েছে। তাই যুব সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে বেকার যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা, যুব ঋণ প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আগামীকাল (১ নভেম্বর) দেশব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ‘জাতীয় যুব দিবস ২০১৯’ উদ্যাপিত হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ জাতীয় যুব দিবস ২০১৯ উদ্যাপন উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন।

 যুবসমাজের সৃজনশীলতা, আত্মপ্রত্যয় ও তাদের কর্মস্পৃহার প্রতি আস্থা রেখে এ বছর জাতীয় যুব দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে : ‘দক্ষ যুব গড়ছে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’।

 প্রতিমন্ত্রী দিবসটি উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির বর্ণনা দিয়ে বলেন, আগামীকাল সকাল ৮ টায় আউটার স্টেডিয়াম সংলগ্ন শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং মাঠের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য যুবকার্যাবলির আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ২ থেকে ৮ নভেম্বর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে যুব মেলার আয়োজন করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলাতে অনুরূপ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে। প্রশিক্ষিত সকল যুবক ও যুবমহিলাদের মধ্য হতে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে ২২ জন সফল আত্মকর্মী যুব ও ৫ জন সফল যুব সংগঠককে এ বছর জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হবে। পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে যুবদের উক্ত পুরস্কার প্রদান করবেন।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি, সর্বোপরি ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অমিত সম্ভাবনার এ যুব সমাজকে কাজে লাগানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত আরো বিস্তৃত করে দেশে এবং বিদেশে যুবদের অধিকহারে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে বর্তমান যুববান্ধব সরকার বদ্ধপরিকর।

 সংবাদ সম্মেলনে যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩৬

আইন বিষয়ে শহিদুল হকের জ্ঞানের গভীরতা ছিল ব্যাপক

 --আইনমন্ত্রী

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, আইন প্রণয়নের বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হকের জ্ঞানের গভীরতা ছিল ব্যাপক এবং তাঁর অভাব আইন মন্ত্রণালয় পদে পদে অনুভব করবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, চাকুরি থেকে বিদায় নিলেও শহিদুল হক আইন প্রণয়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করে যাবেন।

 আজ আইন মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হকের বিদায় অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

 অনুষ্ঠানে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নরেন দাস ও অতিরিক্ত সচিব মোঃ মইনুল কবির-সহ আইন মন্ত্রণালয়ের উভয় বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

 উল্লেখ্য, সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হক বিসিএস বিচার ক্যাডারের বিরাশি ব্যাচের সদস্য ছিলেন। আজ ৩১ অক্টোবর সিনিয়র সচিব পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে আইন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিদায় জানানো হয়।

#

রেজাউল/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০১৯/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩৫

**বিমানের প্রায় ২০০ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি উদ্ধার**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বেদখল হওয়া প্রায় ২০০ কোটি টাকা মূল্যমানের জমি উদ্ধার করা হয়েছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মহিবুল হকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ জিয়া উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানের মাধ্যমে আজ এ জমি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মোট জমির পরিমাণ ১৩ কাটা ৮ ছটাক।

 ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ১৯৮৭ সালের ১২ই জুলাই গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ধানমন্ডির সাতমসজিদ রোডে অবস্থিত নবসৃষ্ট ৬,৮,ও ১০ প্লটের এ জমি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে ৯৯ বছরের জন্য লিজ প্রদান করে। ১৯৮৯ সালের ২৬ জুন লিজ দলিল সম্পাদন হলেও বিভিন্ন সময়ে কতিপয় ভূমিদস্যু জায়গাটি বেআইনিভাবে দখল করে রাখে। বিষয়টি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মহিবুল হকের নজরে আসলে তিনি বেদখলকৃত জায়গাটি পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করেন।

#

তানভীর/মাহমুদ/রফিকুল/আব্বাস/২০১৯/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩৪

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত

আসন্ন আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে ধান ও চাল কিনবে সরকার

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 সরকার আসন্ন আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে ৬ লাখ মেট্রিক টন ধান, ৩ লাখ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল এবং ৫০ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিলোগ্রাম প্রতি ২৬ টাকা দরে ধান, ৩৬ টাকা দরে সেদ্ধ চাল ও ৩৫ টাকা দরে আতপ চাল সংগ্রহ করা হবে। আগামী ২০ নভেম্বর থেকে ধান ও ১ ডিসেম্বর থেকে চাল সংগ্রহ শুরু করা হবে, যা চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

 খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে আজ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক, কমটির সদস্য এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য আধিদপ্তর এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিটের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

 সভায় জানানো হয় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৫০ লাখ পরিবারকে মাসে ১০ টাকা কেজি দরে বছরে ৫ মাস (মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) চাল দেয়া হয়। ‘মুজিব বর্ষ’ উপলক্ষে ২০২০ সাল থেকে মে এবং ডিসেম্বর এ দুই মাস যোগ করা হবে। এখন থেকে বছরে ৭ মাস খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় এ চাল দেয়া হবে।

#

সুমন/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩৩

**ই-নামজারি কার্যক্রমকে বেগবান করতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পত্র**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 ই-নামজারি কার্যক্রমকে মাঠ পর্যায়ে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন-সহ বেগবান ও ত্বরান্বিত করতে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোকে তাগাদা দিয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় পত্র জারি করেছে।

 সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের অনুরোধ করে গত ২৮ অক্টোবর এ সক্রান্ত পত্রটি জারি করা হয়েছে।

 ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর অঙ্গীকার অনুযায়ী এ বছরের ১ জুলাই থেকে সারা দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে ই-নামজারি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বর্তমানে ৪৮৫টি উপজেলা ভূমি ও সার্কেল অফিসে এবং ৩৬১৭ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ই-নামজারি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ই-নামজারি কার্যক্রমের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১ কোটির অধিক নাগরিককে সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং সকল উপজেলায় প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ই-নামজারি ব্যবস্থা সকলের জন্য ব্যবহার-উপযোগী করা হয়েছে। ভূমি অফিসের কর্মকর্তাদের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন করার সুযোগও রাখা হয়েছে।

 এছাড়া ১৬১২২ হটলাইনে কল করে সহজেই সেবা প্রার্থীগণ ভূমি বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাবেন। ভূমি সেবা হটলাইন ১৬১২২ সরাসরি ভূমি মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করছে এবং অভিযোগগুলো ভূমিমন্ত্রী ও ভূমি সচিব পর্যবেক্ষণ করছেন।

 প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় স্থাপিত হয়েছে ই-নামজারি ব্যবস্থা। ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি সংস্কার বোর্ড এবং এটুআই যৌথভাবে মাঠ পর্যায়ে ই-নামজারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ‘ই-নামজারি’ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারটি মূলত ‘জমি’ নামক জাতীয় ভূমি-তথ্য ও সেবা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (িি.িষধহফ.মড়া.নফ) এর একটি অংশ।

#

নাহিয়ান/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩২

**পিপিপি সেল গঠন করল বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম, এনডিসি কে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের একটি পৃথক সেল গঠন করল বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। গত ২৮ অক্টোবর এ সংক্রান্ত একটি আদেশ জারি করেছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

 পিপিপি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি নিশ্চিত করতে এ সেল কাজ করবে ।

 উল্লেখ্য, গত ১২ অক্টোবর, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশ (বিটিএমসি)’র বন্ধ মিলসমূহ চালু করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। বিটিএমসি’র বন্ধ মিলসমূহ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)’র মাধ্যেমে পরিচালনার জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিটিএমসি'র ২৫টি মিলের মধ্যে ১৬টি মিল পিপিপি'র আওতায় পরিচালনার জন্য প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (সিসিইএ) নীতিগত অনুমোদন পাওয়া যায়।

 পিপিপি (পাবলিক প্রাইইভেট পাটর্নারশিপ) আওতায় গত জুন মাসে বিটিএমসি’র আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলটি কনসোর্টিয়াম অভ তানজিনা ফ্যাশন লিঃ ও জুলাই মাসে কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলটি ওরিয়ন গ্রুপের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ১৬টি মিল হতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আরো ৪টি মিল (আর আর টেক্সটাইল মিলস লিঃ, দোস্ত টেক্সটাইল মিলস লিঃ, মাগুরা টেক্সটাইল মিলস লিঃ এবংরাজশাহী টেক্সটাইল মিলস) পিপিপি'র মাধ্যমে পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হবে।

#

সৈকত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১৫৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩১

**২০২০ সালের সরকারি ছুটির তালিকা**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 বাংলাদেশের সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস এবং স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে ২০২০ সালে ছুটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার।

 সাধারণ ছুটিসমূহ হচ্ছে- ২১ ফেব্রুয়ারি, শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস; ১৭ মার্চ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম দিবস; ২৬ মার্চ, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস; ১ মে, মে দিবস;
৬ মে, বুদ্ধ পূর্ণিমা; ২২ মে, জুমাতুল বিদা; ২৫ মে, ঈদ-উল-ফিতর; ১ আগস্ট, ঈদ-উল-আযহা; ১১ আগস্ট,
শুভ জন্মাষ্টমী; ১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস; ২৬ অক্টোবর, দুর্গাপূজা (বিজয়া দশমী); ৩০ অক্টোবর, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা:); ১৬ ডিসেম্বর, বিজয় দিবস; ২৫ ডিসেম্বর, যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিন (বড় দিন)-সহ মোট ১৪ দিন।

 নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটিসমূহ হচ্ছে- ৯ এপ্রিল, শব-ই-বরাত; ১৪ এপ্রিল নববর্ষ; ২১ মে, শব-ই-ক্বদর; ২৪ ও ২৬ মে, ঈদ-উল-ফিতর (ঈদের পূর্বের ও পরের দিন); ৩১ জুলাই ও ২ আগস্ট, ঈদ-উল-আযহা (ঈদের পূর্বের ও পরের দিন); ৩০ আগস্ট, আশুরা- সহ মোট ৮ দিন।

 ঐচ্ছিক ছুটি (মুসলিম পর্ব) সমূহ হচ্ছে- ২৩ মার্চ, শব-ই-মিরাজ; ২৭ মে, ঈদ-উল-ফিতর (ঈদের পরের ২য় দিন); ৩ আগস্ট, ঈদ-উল-আযহা (ঈদের পরের ২য় দিন); ১৪ অক্টোবর, আখেরি চাহার সোম্বা; ২৭ নভেম্বর, ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম-সহ মোট ৫ দিন।

 ঐচ্ছিক ছুটি (হিন্দু পর্ব) সমূহ হচ্ছে- ২৯ জানুয়ারি, শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা; ২১ ফেব্রুয়ারি, শ্রী শ্রী শিবরাত্রি ব্রত; ৯ মার্চ, শুভ দোলযাত্রা; ২২ মার্চ, শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব; ১৭ সেপ্টেম্বর, শুভ মহালয়া;
২৫ অক্টোবর, শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা (নবমী); ৩০ অক্টোবর, শ্রী শ্রী লক্ষ্ণী পূজা; ১৪ নভেম্বর, শ্রী শ্রী শ্যামা পূজা-সহ মোট ৮ দিন।

 ঐচ্ছিক ছুটি (খ্রিষ্টান পর্ব) সমূহ হচ্ছে- ১ জানুয়ারি, ইংরেজি নববর্ষ; ২৬ ফেব্রুয়ারি ভস্ম বুধবার; ৯ এপ্রিল, পুণ্য বৃহস্পতিবার; ১০ এপ্রিল, পুণ্য শুক্রবার; ১১ এপ্রিল, পুণ্য শনিবার; ১২ এপ্রিল, ইস্টার সানডে; ২৪ ও ২৬ ডিসেম্বর, যিশু খ্রিষ্টের জন্মোৎসব (বড় দিনের পূর্বের ও পরের দিন)-সহ মোট ৮ দিন।

 ঐচ্ছিক ছুটি (বৌদ্ধ পর্ব) সমূহ হচ্ছে- ৮ ফেব্রুয়ারি, মাঘী পূর্ণিমা; ১৩ এপ্রিল, চৈত্র সংক্রান্তি; ৪ জুলাই, আষাঢ়ী পূর্ণিমা; ২ সেপ্টেম্বর, মধু পূর্ণিমা (ভাদ্র পূর্ণিমা); ১ অক্টোবর, প্রবারণা পূর্ণিমা (আশ্বিনী পূর্ণিমা)-সহ মোট ৫ দিন।

 ঐচ্ছিক ছুটি (পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা ও এর বাইরে কর্মরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীদের জন্য) সমূহ হচ্ছে- ১২ ও ১৫ এপ্রিল, বৈসাবি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের অনুরূপ সামাজিক উৎসব-সহ মোট ২ দিন।

 উল্লেখ্য, চাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় ছুটির তারিখ চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল। একজন কর্মচারী তার নিজ ধর্ম অনুযায়ী বছরে অনধিক মোট ৩ (তিন) দিন ঐচ্ছিক ছুটি ভোগের অনুমতি পেতে পারেন এবং প্রত্যেক কর্মচারীকে বছরের শুরুতে নিজ ধর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত ৩ (তিন) দিনের ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ ছুটি, নির্বাহী আদেশে ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটির সাথে যুক্ত করে ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

 যে সকল অফিসের সময়সূচি ও ছুটি তাদের নিজস্ব আইন-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে অথবা যে সকল অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের চাকরি সরকার কর্তৃক অত্যাবশ্যক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান নিজস্ব আইন-কানুন অনুযায়ী জনস্বার্থ বিবেচনা করে এ ছুটি ঘোষণা করবে।

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩০ অক্টোবর এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারী করেছে।

#

শাহীন/অনসূয়া/মোহসিন/দীপংকর/শামীম/২০১৯/১২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪১৩০

**জাতীয় যুব দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “সারাদেশে ১ নভেম্বর ‘জাতীয় যুবদিবস ২০১৯’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে বাংলাদেশের যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

 এবারের প্রতিপাদ্য ‘দক্ষ যুব গড়ছে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’ অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুমহান নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশ পুনর্গঠনে সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি দেশ পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।

 বর্তমান সরকার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে তাদের মধ্যে নেতৃত্ব, দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে যুবদের জন্য সফলতার সাথে শুরু হয় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি। এযাবৎ এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৩৭ টি জেলার ১২৮ টি উপজেলায় ২ লক্ষ ২৮ হাজার ৭ শত ৩৭ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৪ শত ২ জনকে কর্মে নিয়োজিত করা হয়েছে। আগামীতে অবশিষ্ট সকল উপজেলায় এই কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। যুবসমাজকে উৎপাদনমুখী ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের ৬৪ টি জেলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৪৯৭ টি উপজেলায় ৮৩ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলছে।

 আমরা ‘যুবকল্যাণ তহবিল আইন-২০১৬’ এবং ‘জাতীয় যুবনীতি -২০১৭’ প্রণয়ন করেছি। স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনগুলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ‘যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালন) আইন-২০১৫’ ও ‘যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা-২০১৭’ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ যুব সম্পর্কিত বক্তব্য হচ্ছে ‘তারুণ্যের শক্তি -বাংলাদেশের সমৃদ্ধি’। এটির তাৎপর্য বিবেচনায় দক্ষ ও সচেতন কর্মঠ যুবশক্তি গড়ে তুলতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

 আমাদের প্রশিক্ষিত যুবসমাজ জাতীয় উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে অর্থবহ অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে। আমি প্রত্যাশা করি, দেশপ্রেমের মূলমন্ত্রে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে যুবসমাজ জাতির কল্যাণে নিজেদের আরো বেশি নিবেদিত করবে।

 আমি ‘জাতীয় যুব দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/দীপংকর/জুলফিকার/শামীম/২০১৯/১১.১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১২৯

**জাতীয় যুব দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “দক্ষ যুব গড়ছে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় যুব দিবস-২০১৯ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। যুব দিবস উপলক্ষে আমি দেশের তারুণ্যদীপ্ত যুবসমাজকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

 যুবরাই জাতির প্রাণশক্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। তারা সাহসী, বেগবান, প্রতিশ্রুতিশীল, সম্ভাবনাময় এবং সৃজনশীল। যুবদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, অমিত তেজ ও সাহস, কর্মস্পৃহা ও কর্মক্ষমতা দেশ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই যুবসমাজ যে কোনো দেশের অতি মূল্যবান সম্পদ। বাংলাদেশের ইতিহাস যুবদের গৌরবময় অবদানে ভাস্বর। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনসহ জাতির বিভিন্ন সঙ্কট উত্তরণে যুবসমাজের অবদান জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

 বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই যুবসমাজ যার বয়সসীমা ১৮ হতে ৩৫ বছর। আগামী ২০৪৩ সাল পর্যন্ত যুবসমাজের সংখ্যাগত আধিক্যের এ ধারা অব্যাহত থাকবে। এ জনমিতিক সুবিধা (Demographic Dividend) কাজে লাগাতে আমাদের যুবসমাজকে শিক্ষা-সংস্কৃতি, খেলাধুলা-তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তর ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জন করতে হলে সকল ক্ষেত্রে যুবসমাজের জন্য অংশগ্রহণমূলক, শান্তিপূর্ণ, ন্যায়সঙ্গত ও অভেদ্য উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পশ্চাৎপদতা, কুসংস্কার, মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রেখে আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, পরমতসহিষ্ণু, উদার ও নৈতিকতাসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ হিসেবে যুবদেরকে গড়ে তুলতে হবে। দেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়তে হলে যুবকদের দেশপ্রেম, দেশের মানুষের প্রতি কর্তব্য ও মমত্ববোধ সবসময় জাগ্রত রাখতে হবে। দেশপ্রেমের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে যুবসমাজ দেশ গঠনের কাজে নিজেদের ‌আরো বেশি নিবেদিত করবে - এ প্রত্যাশা করি।

 আমি ‘জাতীয় যুব দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/সুবর্ণা/শামীম/২০১৯/৯.৪০ ঘণ্টা